দৈনিক কালের কণ্ঠ

20 APR 2017

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে আইএমএফের প্রতিবেদন

বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৯ শতাংশ

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এ বছর ৬.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আসবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। গত মঙ্গলবার বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে সংস্থার সর্বশেষ পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৮ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি আরো বেড়ে হবে ৭.০ শতাংশ। এ প্রবৃদ্ধি ২০২২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আগামীকাল শুক্রবার ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিতব্য আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বসন্তকালীন বৈঠককে সামনে রেখে এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।

তবে বাংলাদেশ নিয়ে আইএমএফের এ পূর্বাভাস সরকারের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ৭.২ শতাংশের চেয়ে অনেক কম। যদিও তা বিশ্বব্যাংকের ৬.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাসের চেয়ে কিছুটা ভালো। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আস্থা প্রকাশ করে বলেছেন, চলতি অর্থবছরে সরকারের জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

প্রতিবেদনে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে বলা হয়, বিশ্বে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ক্রমেই গতি পাচ্ছে। ফলে এ বছর বিশ্ব প্রবৃদ্ধি বেড়ে হবে ৩.৫ শতাংশ। তবে এখনো কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। যার অন্যতম সুরক্ষাবাদী নীতি।

সংস্থা জানায়, ২০১৮ সালে বিশ্ব প্রবৃদ্ধি আরো বেড়ে হবে ৩.৬ শতাংশ এবং ২০২২ সাল নাগাদ হবে ৩.৮ শতাংশ। সংস্থার মতে, এ বছর সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি আসবে ২.৩ শতাংশ এবং চীনের প্রবৃদ্ধি আসবে ৬.৬ শতাংশ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্ব অর্থনীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ দেশগুলোর বর্তমানে বিশ্ব প্রবৃদ্ধির ৭৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, যা দুই দশকের ব্যবধানে দ্বিগুণ হয়েছে। চলতি বছর এ দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি আসবে ৬.৪ শতাংশ।

এদিকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এ বছর ভারতের প্রবৃদ্ধি আসবে ৭.২ শতাংশ, ভুটানের ৫.৯ শতাংশ, নেপালের ৫.৫ শতাংশ, শ্রীলঙ্কার ৪.৫ শতাংশ এবং মিয়ানমারের প্রবৃদ্ধি আসবে ৭.৫ শতাংশ।

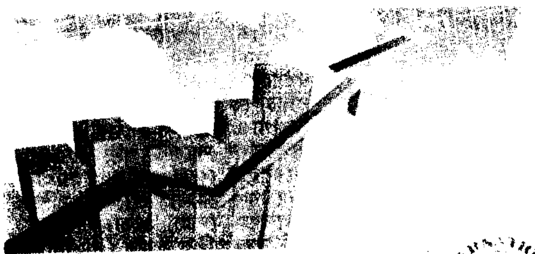

২০১৮ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি আরো বেড়ে হবে ৭ শতাংশ। এ প্রবৃদ্ধি ২০২২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে

The Daily Star 20 APR 2017

Cybercriminal Lazarus group hacked Bangladesh Bank

A top Kaspersky Lab researcher tells The Daily Star

STAR BUSINESS REPORT

Cybercriminal gang Lazarus group carried out the $81 million Bangladesh Bank cyber heist, not the other groups named since the February 2016 incident, according to a top researcher of cyber security firm Kaspersky Lab.

Vitaly Kamluk, director of the Moscow-based company's global research and analysis team for the Asia Pacific region, said: "We're pretty sure it was the work of Lazarus group."

The researcher made the remarks in an email interview with The Daily Star recently.

By contrast Lamont Siller, an FBI officer in the Philippines involved in the investigations, said last month that the heist from the central bank's account at the New York Federal Reserve was "state-sponsored".

In the wake of the crime, then central bank governor Atiur Rahman was forced to step down along with two deputies. BB formed a committee to probe the attacks but the report has not been made public yet.

On 3 April this year Kaspersky Lab released a 58-page report on Lazarus Group, the gang behind some of the most notable cybercrimes in recent times. The report said the BB heist may very well have been their work.

When asked whether the heist was state-sponsored, Kamluk said: "We don't do attribution, we publish only the facts."

However, he said Lazarus has been known for sophisticated cyber espionage since 2009. "Running such campaigns requires vast human and financial resources which very few cybercriminal groups possess. Most probably this isn't just a cybercriminal group."

After the BB heist came into the spotlight, Kaspersky Lab started to search for new Lazarus malware samples and successfully identified a chain of infections, according to Kamluk.

"Then we conducted several incident response operations in Southeast Asia and Europe aimed at preventing additional attempts to steal money."

He said in parallel with an attack against Bangladesh, Lazarus was preparing to conduct similar operations on other banks.

The Kaspersky Lab report suggests that a North Korean IP address was involved. Kamluk said it could mean several things: the attackers connected from that IP address; it was a carefully planned false flag; or someone in North Korea accidentally visited the command and control URL.

About any weakness or negligence on the part of the BB, SWIFT or New York Fed, Kamluk said: "We note that in all of the attacks against banks we have analysed, SWIFT software solutions running on banks' servers have not demonstrated specific vulnerability. The attacks were focused on banking infrastructure and staff, exploiting vulnerabilities in commonly used software or websites, brute forcing passwords, using keyloggers and elevating privileges."

READ MORE ON B3

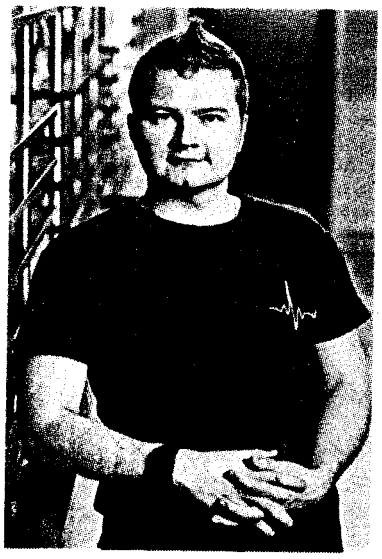

Vitaly Kamluk

The Geography of financial attacks by Lazarus group

The malware by Lazarus group, infamous for its theft of $81 million from Central Bank of Bangladesh, has been active since at least 2009. It has been spotted in the last couple of years in at least 18 countries.

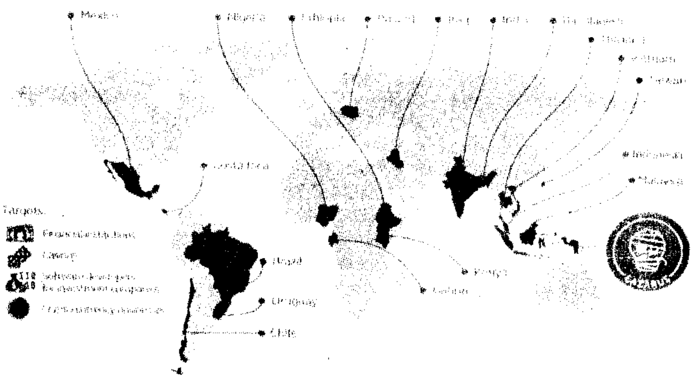

Cybercriminal Lazarus group hacked Bangladesh Bank

FROM PAGE B1

The way banks use SWIFT software requires personnel responsible for administration and operation. Sooner or later, the attackers find the personnel and gain the necessary privileges to access the SWIFT platform, Kamluk said.

"With administrative access they can manipulate the software as they wish. There isn't much to stop them because from a technical perspective their activities may not differ from what an authorised engineer would do: starting and stopping services, patching software, modifying the database."

"In all the breaches we analysed, SWIFT hasn't been directly at fault. More than that, we have witnessed SWIFT implementing integrity issue detection to protect customers."

When asked whether the report could be used as legal evidence, Kamluk said Kaspersky Lab didn't aim to create a report to fit legal requirements.

"Our goal was to protect our customers. Although we do forensic analysis in a way that is very similar to the best law enforcement standards, we are not obliged to follow the full chain of custody. However, on request we can."

Talking about the heist's impact on the local IT industry, Prabeer Sarker, chief executive officer of Officextracts which is the Bangladesh Kaspersky Lab distributor, said it had implications not only for IT but also for the financial, government and corporate sectors, as well as the entire nation.

"All quarters became aware of cyber security with a jolt. The major effect is awareness."

He said immediately following the incident the number of people and establishments claiming cyber security expertise mushroomed, with many using the incident to generate hit and run business. "That phase is fading now. IT professionals have gained experience over the past year to implement the right security strategies."

দৈনিক সকালের খবর

2 0 APR 2017

রিপোর্ট করা হয়নি ১২৫২ কোটি টাকার শ্রেণিকৃত ঋণ

কৃষি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের তথ্যে গরমিল

আসাদুল্লাহিল গালিব

রাষ্ট্রীয় বিশেষায়িত খাতের বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের তথ্যে গরমিল রয়েছে। এতে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের খেলাপি ঋণের বিবরণীতে ১ হাজার ২৫২ কোটি টাকা পার্থক্য হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুপারভিশন কমিটির সভায় এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কৃষি ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, সিআইবি ডাটাবেজে কৃষি ব্যাংকের ১ হাজার ৬৭১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা রিপোর্ট না করায় শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে ডিসেম্বর '১৬ ভিত্তিক খেলাপি ঋণের বিবরণীতে ৪২০ কোটি টাকা রিপোর্ট করা হয়। এতে রিপোর্ট না করার খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৫১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা।

এ বিষয়ে কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আউয়াল খানকে মোবাইলে ফোন করলে তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। এ বিষয়ে ওই কর্মকর্তা বলেন, ঋণগ্রহীতার সংখ্যাধিক্যের কারণে খেলাপি ঋণের তথ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। খুব দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্যের অমিল নিরসনে সিআইবি ডাটাবেজে কৃষি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের খেলাপি ঋণের বিবরণীতে দেখা যায়, ডিসেম্বর '১৬ পর্যন্ত কৃষি ব্যাংক ১৭ হাজার ২৩৬ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে। এর মধ্যে খেলাপি হয়ে গেছে ৪ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা। সে হিসেবে বিতরণ হওয়া ঋণের ২৭ দশমিক ১৫ শতাংশই খেলাপি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও দেখা যায়, শ্রেণিকৃত মোট ঋণের মধ্যে মন্দ বা ক্ষতিজনক মানের ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। এতে করে খেলাপি ঋণের ৭৮ দশমিক ৬৮ শতাংশই মন্দ বা ক্ষতিজনক মানের। ক্ষতিজনক এই ঋণের বিপরীতে ব্যাংককে শতভাগ অর্থ ঝুঁকির বিপরীতে নিরাপত্তা সঞ্চিতি (প্রভিশন) সংরক্ষণ করতে হয়েছে।

নানা অনিয়ম আর অব্যবস্থাপনায় কৃষি ব্যাংকের সার্বিক সূচক অবনতিতে রয়েছে। ডিসেম্বর '১৬ শেষে ব্যাংকটির ঝুঁকিপূর্ণ গড় সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা। এতে করে ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৮৩ কোটি টাকা। তবে ব্যাংকটি সঙ্কটে থেকেও প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করেছে।

কৃষি ব্যাংকের শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপির কাছে পাওনা রয়েছে ১৩০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ফেয়ার ইয়ার্ন প্রসেসিংয়ের কাছে পাওনা ৩২১ কোটি টাকা। ডেল্টা ব্লেনডেড ইয়ার্নের কাছে ২০০ কোটি টাকা। কেয়া ইয়ার্ন মিলসের কাছে পাওনা ১৩৩ কোটি টাকা। আর আনিকা ইন্টারপ্রাইজের ১০১ কোটি টাকা খেলাপি হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক পরিদর্শন প্রতিবেদনে দেখা যায়, কৃষকের টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে গেছেন কৃষি ব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তা। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় গরু মোটাতাজাকরণের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তার বিপরীতে কিছু কিছু শাখায় ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ধরনের ৪৪৭টি ঋণের বিপরীতে অর্থের স্থিতি ছিল প্রায় দেড় কোটি টাকা। এর মধ্যে আদায় হয়েছে মাত্র ২ লাখ টাকা। বাকি সব অর্থ যোগসাজশের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের পকেটস্থ করা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শন প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, কৃষি ব্যাংকের লোকাল প্রিন্সিপাল অফিস ও সাভার শাখায় ভয়াবহ দুর্নীতি হয়েছে। উভয় শাখার কয়েকজন কর্মকর্তার যোগসাজশে মনো প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিকে প্রায় ৪৩ কোটি টাকার ঋণ সুবিধা দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ঋণপত্রের (এলসি) পণ্য ছাড় করিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই গ্রাহকের কাছে ব্যাংকের পাওনার বিষয়টি কোনো হিসাবে দেখানো হয়নি। এ ঘটনাটি ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ঘটেছে। সাভার শাখার দুই ব্যবস্থাপক ও এক কর্মকর্তা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

দৈনিক প্রথম আলো

20 APR 2017

জনতা ব্যাংকের ৪১৮ কোটি টাকা আটকে রাখার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সমঝোতা স্মারকের শর্ত লঙ্ঘন করে বেশি ঋণ বিতরণ করায় জনতা ব্যাংকের ৪১৮ কোটি টাকা আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিতরণ করা বেশি ঋণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতে বিতরণ হয়েছে, এমন কারণ দেখিয়ে বিষয়টি মওকুফের আবেদন জানিয়েছে ব্যাংকটি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে প্রতিবছর সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলো। এ স্মারকে নতুন বছরে ঋণের কী পরিমাণ প্রবৃদ্ধি হবে, তা উল্লেখ থাকে। ২০১৬ সালে জনতা ব্যাংক চুক্তি করে, ওই বছর আগের বছরের চেয়ে ১২ শতাংশ বেশি ঋণ বিতরণ করবে। তবে ব্যাংকটি শর্ত ভেঙে ১৬ দশমিক ৭০ শতাংশ ঋণ বিতরণ করে। গত বছর শেষে ব্যাংকটি ৩১ হাজার ১২৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। শর্তের বেশি ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকটির ৪১৮ কোটি টাকা আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি হিসাব থেকে এ পরিমাণ অর্থ কেটে রাখবে জানিয়ে তাদের টাকা জমা রাখতে বলা হয়।

জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুস সালাম গত রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা বড় ঋণের পরিবর্তে এসএমই ঋণের দিকে ঝুঁকছি। ফলে ২০১৬ সালে এসএমই খাতে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সাড়ে ৪ শতাংশ বেশি ঋণ বিতরণ হয়েছে। এ কারণে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি ঋণ চলে গেছে। আমরা এসএমই খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিষয়টি নমনীয়ভাবে দেখার অনুরোধ জানিয়েছি।'

দৈনিক ইত্তেফাক

20 APR 2017

জনতা ব্যাংকের ৪১৮ কোটি টাকা কর্তন

শর্ত পূরণ হলে টাকা ফেরত দেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) শর্ত লঙ্ঘন করায় রাষ্ট্রীয় মালিকানার জনতা ব্যাংককের ৪১৮ কোটি টাকা কেটে নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেটে নেওয়া এ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষিত থাকবে। তবে এর বিপরীতে জনতা ব্যাংককে কোনো সুদ পরিশোধ করবে না কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আর শর্ত পূরণ হয়ে গেলে টাকা ফেরত পাবে ওই ব্যাংক। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত জনতা ব্যাংকের হিসাব থেকে এ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র জানায়, রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর হয়েছে। এতে ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রবৃদ্ধির একটি সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। সে হিসেবে গত বছরে জনতা ব্যাংকের ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ। কিন্তু ব্যাংকটি ঋণ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫ শতাংশ। এ প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত বিতরণ হওয়া ঋণের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা করতে হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

20 APR 2017

বাড়ি নির্মাণে মিলবে কোটি টাকা ঋণ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাড়ি নির্মাণে এক কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন (বিএইচবিএফসি)। এক্ষেত্রে সংস্থাটি ঋণের সুদের হারও কমাবে। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ঋণের সীমা ও আওতা বাড়ানো এবং সুদের হার কমানোর জন্য বিএইচবিএফসির প্রস্তাব সম্প্রতি মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেছে। খুব শিগগির বিএইচবিএফসি পর্ষদ এ বিষয়ক একটি নীতিমালা করবে, যা আগামী ১ জুলাই থেকে কার্যকর করা হতে পারে।

জানা গেছে, এককভাবে বাড়ি নির্মাণে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মেট্রোপলিটন এলাকার অতি উন্নত এলাকায় বর্তমানের ৫০ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ কোটি টাকা, দুই মহানগরীর অন্যান্য উন্নত এলাকায় ৫০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৮০ লাখ এবং টঙ্গী, সাভারসহ দেশের সব বিভাগীয় ও জেলা শহরে ৪০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৬০ লাখ টাকা করা হয়েছে। দলগতভাবে বাড়ি নির্মাণে ঋণের সীমা দুই মহানগরীর অতি উন্নত এলাকায় গ্রুপের প্রত্যেকের জন্য বর্তমানে ৫০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৬০ লাখ টাকা করা হয়েছে। আগের মতোই দুই মহানগরীর অন্যান্য উন্নত এলাকায় ৫০ লাখ এবং টঙ্গী, সাভারসহ বিভাগীয়- জেলা পর্যায়ে ৪০ লাখ টাকা রাখা হবে।

ফ্ল্যাট কেনার জন্য আগে সব এলাকার জন্যই সর্বোচ্চ ৪০ লাখ টাকা ঋণ দেওয়া হতো। এখন দেওয়া হবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের অতি উন্নত এবং অন্যান্য উন্নত এলাকার জন্য ৮০ লাখ টাকা। এছাড়া টঙ্গী, সাভারসহ বিভাগীয় ও জেলা শহরে ফ্ল্যাট কিনতে দেওয়া হবে ৬০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ। সুদের হার হবে বাড়ি নির্মাণে ৯ দশমিক ৫ শতাংশ, ফ্ল্যাট কেনায় ১০ শতাংশ এবং টঙ্গী, সাভারসহ সব বিভাগীয় শহরে বাড়ি নির্মাণে ৮ দশমিক ৫ শতাংশ।

দৈনিক যুগান্তর

20 APR 2017

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার

মৃত ব্যক্তির টাকা পাবেন নমিনি

যুগান্তর রিপোর্ট

ব্যাংকে রাখা মৃত ব্যক্তির টাকা নমিনি পাবেন। এতে অন্য কোনো টালবাহানার সুযোগ নেই। বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংক এ সার্কুলার জারি করে সব বাণিজ্যিক ব্যাংকে পাঠিয়েছে। তবে গত বছরের ৩ এপ্রিল হাইকোর্টের এক রায়ে বলা হয়, মৃত ব্যক্তির টাকা উত্তরাধিকারী পাবেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারে বলা হয়েছে, সম্প্রতি অভিযোগ আসছে, কিছু কিছু তফসিলি ব্যাংক আমানতকারীর মনোনীত নমিনির কাছ থেকে অঙ্গীকারনামা নিচ্ছে— আমানতকারীর মৃত্যুর পর তার নমিনি মৃত ব্যক্তির হিসাবে রাখা আমানত পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত নাও হতে পারেন। এটি ব্যাংক কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারায় বর্ণিত নির্দেশনার পরিপন্থী। তাই আমানতকারীর মৃত্যুর পর তার/তাদের হিসাবে রাখা অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হল। ১০৩ ধারায় বলা হয়েছে, ব্যাংকে কোনো আমানত যদি একক বা একাধিক ব্যক্তির নামে জমা থাকে, তাহলে ওই একক আমানতকারী এককভাবে বা ক্ষেত্রমতে যৌথ আমানতকারীরা যৌথভাবে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করতে পারবেন— আমানতকারীর মৃত্যুর পর, যাকে আমানতের টাকা দেয়া যেতে পারে।

আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

মৃত ব্যক্তির টাকা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বা কোনো উইলে বা সম্পত্তি বিলিবণ্টনের ব্যবস্থা সংবলিত অন্য দলিলে যা কিছুই থাকুক না কেন, মৃত্যুর পর নমিনি অধিকার পাবেন। অন্য যে কোনো ব্যক্তি ওই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। তবে গত বছরের ৩ এপ্রিল একটি রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি নাঈমা হায়দারের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের আদেশে বলা হয়, এখন থেকে ব্যাংকে জমা করা টাকা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীই পাবেন।

দৈনিক সমকাল 2 0 APR 2017

প্রজ্ঞাপন জারি

পুরো পেনশন তুলে নিলেও মিলবে বৈশাখী ভাতা

বিশেষ প্রতিনিধি

অবসরে যাওয়া সরকারি চাকরিজীবী যারা শতভাগ পেনশনের টাকা তুলে নিয়েছেন তারাও 'বৈশাখী ভাতা' পাবেন। গতকাল বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয় বলেছে, বিলম্বে প্রজ্ঞাপনটি জারি করা হলেও ১৪২৪ বাংলা নববর্ষ থেকেই বকেয়া হিসেবে এ ভাতা তুলতে পারবেন তারা। জানা যায়, বর্তমানে অবসরে যাওয়া শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীর সংখ্যা প্রায় ৯৫ হাজার। সরকারি চাকরিজীবীদের পাশাপাশি এখন থেকে এরা সবাই নববর্ষ ভাতা পাবেন। অবসরে যাওয়া শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী সরকারি চাকরিজীবীরা যে পরিমাণ নিট পেনশন প্রাপ্য হতেন, তার ২০ শতাংশ হারে বৈশাখী ভাতা পাবেন।

বর্তমানে ১৪ লাখ সরকারি চাকরিজীবী পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ১

পুরো পেনশন তুলে নিলেও

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

তাদের মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বৈশাখী ভাতা পান। এতে সরকারের বছরে অতিরিক্ত খরচ হয় ৭০০ কোটি টাকা। এর সঙ্গে নতুন করে আরও ৯৫ হাজার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবীকে বৈশাখী ভাতার আওতায় আনা হলো। এদের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হবে ১৩ কোটি টাকা। এখন বৈশাখী ভাতা পাওয়ার বাকি আছে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক। অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি প্রাক-বাজেট আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন, সরকারি চাকরিজীবীরা বৈশাখী ভাতার সুবিধা ভোগ করলে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অবশ্যই পাওয়া উচিত। প্রস্তাবটি সক্রিয় বিবেচনা করবেন বলে জানান মুহিত।

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্র বলেছে, এখন অর্ধেক পেনশন উত্তোলনকারী অবসরপ্রাপ্ত এবং মাসিক পেনশন গ্রহণকারীরা বৈশাখী ভাতা পাচ্ছেন। যারা পেনশনের পুরো টাকা তুলেছেন তাদের কেউই বৈশাখী ভাতা পাচ্ছেন না এতদিন। এ ক্ষেত্রে সমতা আনতে শতভাগ পেনশনভোগীদেরও বৈশাখী ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সরকার জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫-এর আওতাভুক্ত সব সামরিক-বেসামরিক মাসিক নিট পেনশন গ্রহণকারী ও আজীবন পারিবারিক পেনশন ভোগকারীদের মতো শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী চাকরিজীবীদের জন্য 'বাংলা নববর্ষ ভাতা' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর পরিমাণ হবে মাসিক যে পরিমাণ নিট পেনশন পান তার শতকরা ২০ ভাগ। জানা যায়, পেনশনে যাওয়া চাকরিজীবীরা বছরে দুটি করে উৎসব ভাতা এবং চিকিৎসা ভাতা পেয়ে আসছেন। গত বছর থেকে সরকার নববর্ষ ভাতা চালু করে। তবে যেসব চাকরিজীবী শতভাগ পেনশন সমর্পণ করেছেন, তারা নববর্ষ ভাতা পান না। এ প্রজ্ঞাপন জারির ফলে এখন তারা নববর্ষের ভাতা পাবেন। জানা গেছে, অবসরপ্রাপ্ত এবং শতভাগ পেনশন তুলে নেওয়া বেশ কয়েকজন সচিব গত জানুয়ারিতে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বৈশাখী ভাতা দাবি করেন। তারা জানান, বর্তমানে চিকিৎসা ভাতা ও দুটি ঈদ উৎসব ভাতা পাচ্ছেন। এসব সুবিধা পেলে বৈশাখী ভাতা কেন পাবেন না। তাদের দেওয়া প্রস্তাব আমলে নেন অর্থমন্ত্রী। পরে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিলে গত্কাল প্রজ্ঞাপন জারি করে তা কার্যকর করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

দৈনিক নয়া দিগন্ত 2 0 APR 2017

বাড়ছে কোটিপতির সংখ্যা

নেতিবাচক বিনিয়োগ পরিস্থিতির চিত্র

দেশের বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ পরিস্থিতি যখন স্থবির হয়ে পড়ছে, তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা এখন ৬৫ হাজার ৭৯৭ জন। গত তিন মাসের ব্যবধানে ব্যাংকগুলোতে নতুন কোটিপতি আমানতকারী যুক্ত হয়েছেন তিন হাজার ৭৫৯ জন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তৈরি করা এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন- দেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি যখন ভালো থাকে না, তখন অনেকেই ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন। বছর অন্তর সেই টাকা বেড়ে যাচ্ছে। অথচ বিনিয়োগের যদি সুযোগ থাকত তাহলে ব্যাংকে জমা থাকা এই টাকা অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করতে পারত। এ ছাড়া প্রশ্ন উঠেছে ব্যাংকে যদি এভাবে টাকা জমা করা কোটিপতির সংখ্যা বাড়তে থাকে, তাহলে পাচার হওয়া টাকার পরিমাণ আরো কত হতে পারে। এর আগে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচারের নানা খবর প্রকাশ হয়েছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ব্যাংকে ৬৫ হাজার ৭৯৭ জন কোটিপতি আমানতকারীর মধ্যে এক কোটি টাকা আমানত রাখা ব্যক্তির সংখ্যা ৫১ হাজার ৭৪১ জন। এর মধ্যে ৭৬৯ জন ব্যক্তির বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে জমা হয়েছে ৫০ কোটি টাকারও বেশি। এর বাইরে ৪০ কোটি টাকারও বেশি আমানত রেখেছেন, এমন ব্যক্তি রয়েছেন ৩১৪ জন। ৩৫ কোটি টাকারও বেশি আমানত রেখেছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা ১৯২ জন।

দেশে অব্যাহতভাবে কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে যাওয়া থেকে প্রমাণ হয়, সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণী ধনী হয়ে উঠছে। এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে অর্থনীতির জন্য নেতিবাচক। এই নব্য ধনিক শ্রেণীর সাথে ক্ষমতাসীন রাজনীতির একটি গভীর সংযোগ রয়েছে বলে ধারণা করা যায়। দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাতে বিভিন্নভাবে যে লুটপাটের ঘটনা ঘটে তাতেও রাজনৈতিক প্রভাব ছিল। ব্যাংক খাতে আমানত রাখা কোটিপতিদের একটি বড় অংশ কালো টাকার মালিক। রাজনৈতিক প্রভাবে থাকা এদের একটি বড় অংশই রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কোটিপতি হয়েছেন। এদের জমানো টাকা ব্যাংকগুলোতে অলস পড়ে আছে।

দেশে কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে যাওয়াকে আমরা নেতিবাচকভাবে দেখতে চাই না। আমরা মনে করি, ব্যাংক খাতে যে পরিমাণ অলস অর্থ জমছে, সেটি বিনিয়োগে গেলে অর্থনীতির জন্য আরো ভালো হতে পারত। আর বিনিয়োগের সেই পরিবেশ এখন সরকারকে সৃষ্টি করা উচিত, যাতে এই টাকা দেশের উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখতে পারে।